গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর,

এবং

সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

মূসক অনুবিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র..... ৩

প্রস্তাবনা : ৪

সেকশন ১ : মূসক অনুবিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২ : মূসক অনুবিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)..... ৬

সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ..... ৭-৮
দপ্তর সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ.....৯-১১
প্রতিশ্রুতি ওস্বাক্ষর ১২

সংযোজনী ১ : শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) পরিচিতি ১৩

সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি..... ১৪-১৫

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা..... ১৬

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Customs Excise & VAT Commissionerate, Rangpur)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহঃ

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর ২৫ আগস্ট, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে ৮টি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ; ১৮টি কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেল; ৬টি শুল্ক স্টেশন, ৫টি শুল্ক করিডোর ও ১৫টি শুল্ক গুদাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কমিশনারেটের প্রধান কার্যাবলী মূলত স্থানীয় পর্যায়ের ভ্যাট আহরণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও জাতীয় বাজেটে প্রণীত রাজস্ব সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা বাস্তবায়ন। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫০৬ কোটি টাকা এবং আহরণ হয়েছে ৫২১ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৬৯৫ কোটি টাকা এবং আহরণ হয়েছে ৭২৩ কোটি টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৮৯৭.১৮ কোটি টাকার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৯০৪.৪৮ কোটি টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে (সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা) ১২৩০ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হবে ১০৮৫ কোটি টাকা (সম্ভাব্য)। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১৩৫০ কোটি টাকা (সম্ভাব্য)। রাজস্ব আহরণ ত্বরান্বিতকরণ এবং রাজস্ব পরিবীক্ষণ জোরদারকরণের জন্য টেকসই ব্যবসাবান্ধব রাজস্ব প্রশাসন গঠন করার মাধ্যমে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রতি জোর দিচ্ছে রংপুর মূসক কমিশনারেট।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

২০১২ সালের নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন, সঠিক মূল্য নির্ধারণ, মনিটরিং জোরদারকরণ, উচ্চ লক্ষ্যমাত্রার রাজস্ব আহরণ, ভ্যাট ফাঁকি রোধ, জাতীয় বাজেটে প্রণীত রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন, বকেয়া পরিশোধ, বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ (মামলা তদারকি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে) ও স্বল্প জনবলের উন্নত ব্যবস্থাপনা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

রংপুর কমিশনারেটের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ বাংলাদেশের সবচেয়ে দারিদ্রপীড়িত হওয়ায় প্রতি বছর যে রাজস্ব প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ কর হয় তা আহরণ করা কঠিন। কেননা, এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক প্রবৃদ্ধিও রাজস্ব প্রবৃদ্ধির চেয়ে কম। তাছাড়া, নতুন শিল্পায়নও হচ্ছে না। তাই, সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা আহরণ করাই এ কমিশনারেটের বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সকল শুল্ক স্টেশন ও ইপিজেড এলাকায় ASYCUDA World চলমান রয়েছে। প্রত্যেক মূসক বিভাগ থেকে যাতে মূসক নিবন্ধন প্রদান করা যায়, সে জন্য প্রত্যেক বিভাগে VAT Online এর আওতায় মূসক নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন, বকেয়া পরিশোধ, ADR এর মাধ্যমে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনহাউস প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- VAT Online বাস্তবায়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের ধার্যকৃত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- সকল মূসক বিভাগে Online এ VAT Registration কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ও অংশীজনকে ২০১২ সালের নতুন ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন ও বিধিমালা-২০১৬ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নকরণ;
- বকেয়া রাজস্ব পরিশোধে জরুরি কার্যক্রম গ্রহণ।
- জরীপ কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- রাজস্ব ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহে অডিট কার্যক্রম গ্রহণ।

উপক্রমণিকা (Preamble)

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর

এবং

রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) এর মধ্যে **২০১৯ সালের জুন মাসের ২০** তারিখে

এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন ১:

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর-এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী:

১.১ রূপকল্প (Vision): অভ্যন্তরীণ সম্পদে গড়বো উন্নত বাংলাদেশ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission): আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত করনীতি অনুসরণে ন্যায়ভিত্তিক, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, জনবান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহঃ

১.৩.১ কমিশনারেটের মূসক বিষয়ে কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

* রাজস্ব আহরণ জোরদারকরণ
* মূসক প্রশাসনের অটোমেশন, আধুনিকায়ন ও করদাতা বান্ধবকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

* কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
* জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
* দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা
* দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ
*কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়নও সেবার মান বৃদ্ধি
* আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কার্যাবলিঃ

* ভ্যাট ও আবগারী শুল্ক আহরণে নিয়োজিত অধস্তন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ
* মূসকদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি
* সর্বোচ্চ সংখ্যক অনলাইনে নিবন্ধনকরণ;
* সেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে করদাতা বান্ধব কর প্রশাসন গড়ে তোলা;
* ভ্যাট সংক্রান্ত মামলাসমূহ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিরোধপূর্ণ রাজস্ব আদায়
* নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণ
*নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা
* প্রযুক্তি নির্ভর মূসক ব্যবস্থা চালু করা
* বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার করা
* বকেয়া আদার জোরদার করণ; ব্যবসায় বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা;
* কর্ম পরিবেশ ও সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন;
* দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
* প্রশাসনিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন।
*জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা